KANDI RAJ COLLEGE

4TH SEM (BENG-H-CC-T-8)

পৃ-৬

প্রবন্ধ- বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি - নীরদ চন্দ্র চৌধুরী

(খ)-দ্বিতীয় অধিবেশন -

লেখক নীরদ চৌধুরীর মূল বক্তব্যকে অনুধাবন করেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরেই 'একটি ছিন্ন ছিন্ন' এর প্রসঙ্গিত চেতনার মধ্যেই ভারত তথা বাংলা সংস্কৃতির মূল সুর প্রেরণায়। শুধু ভাব-ভাষায় নয়, ভারতে আগত বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সমাজ আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে ভারতের সংস্কৃতি পুনোপাসনী নতুন পথে গ্রহণ করে চলেছে, যার ইতিহাস হাজার বছরের।

(১)- প্রথম

লেখকের মতে, সংস্কৃতি যাহাকে বলিয়াছে- তাঁর দেশ বিশুদ্ধতা উল্লেখ করেছেন:- (১) বাঙালী নিজ সংস্কৃতি সচেতন নয়, (২) আত্মশক্তিতে আস্থাশীল নয় (৩) নিজসমালোচনা সহ্য করেনা, এই প্রসঙ্গে তাঁরা শতাব্দের মধ্য থেকে তিন শতাব্দের প্রথমার্ধের ইতিহাস ঘটিলাম করে লেখকের বক্তব্য:- এই সময়কালীন মনীষীরা (রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ প্রমুখ) যখনই দেশ-বিদেশের সমাজের মূল্যবান দিক নিজের সমাধান, আবার আপন কৃষ্টি ও ধর্মে মনুষ্যত্বের বাণী শুনিয়েছেন।

(২)- তৃতীয়

স্বাধীনতা উত্তর বাঙালী ভদ্রসমাজে অবক্ষয়ের দেখা দিয়েছে। বাঙালির মনে যে এই স্বাতন্ত্র্যবোধের ইমারত (ভাষা-ধর্ম-বেশ) তার মূলে যে আছে 'হিন্দু-মুসলমান' বিভেদ!- সেটা বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। উভয় সম্প্রদায়ের যে ধর্ম ও সংস্কৃতি নিজ নিজভাবে পালন করে চলেছেন- তার মাঝে কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব তাই নিয়েই বিরোধ চলেছে, বাঙালী শিক্ষিত সমাজ মানোপাসনী হলে বাংলাদেশ বিভক্ত হতনা- প্রাণহিনের বিশ্বাস।

(৩)-(৪)(৫)-(৬)-(৭) - তৃতীয়

তাঁর ইংরেজিতে লিখিত 'আত্মজীবনী'তে (The Autobiography of an unknown Indian) তাঁর বাঙালীর বিবেকবুদ্ধির সূত্রাগ্রে, প্রত্যক্ষ পাশ্চাত্য সমস্যার ধ্বংসের তারা আত্মশক্তিতে আস্থাহীন- এতদসত্ত্বেও- ধর্মসমাজের অবনতি ঘটাচ্ছে। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেছেন সবচেয়ে সংখ্যার বিদ্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গ - এতদসত্ত্বেও নিম্নবর্ণ সমাজের মধ্যে তাঁর প্রভাব না থাকাতে আবার বহু অধিকারলাভ করিয়া [illegible] লোক পেল। অধিকন্তু অবস্থার উন্নয়ন করতে- ভদ্রসমাজ দ্বিধা হয়ে দুটি শ্রেণীতে [illegible]:- ক) নতুন বড় লোক- আত্মপ্রসাদপ্রাপ্ত শ্রেণী - খ) দরিদ্রসুলভ- হীনবুদ্ধি শ্রেণী + সাদা মাটা লোক দিন অতিবাহিত করেন, উচ্চশিক্ষিত 'সাধারণ', দরিদ্রসুলভের হতাশা উপেক্ষা সমাজিক ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করেছে।

P.T.O

08/08/20

শীলাভট্টাচার্য

(ঙ) উপসংহার

সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ ঘনিষ্ঠ। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য। সমাজের সংস্কৃতির চরিত্রটি লেখকের মতে 'ডেমোক্রেটিক মাইনরিটি'। ব্রিটিশ দার্শনিক টয়েনবীর (১৮৮৯-১৯৫৫) সংস্কৃতিসম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে এই নাম ব্যবহার করেন। লেখক বাঙালী সমাজের উচ্চশিক্ষিত-সংস্কৃতিমনস্ক এই ডেমোক্রেটিক মাইনরিটির প্রকৃত পরিচয় দিতে গিয়ে সাধারণ প্রজাদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছেন। এদের মধ্যে সেই সময়ের অনেকেই আছেন। লেখক রামমোহন রায় ও মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা সমাজ ও সাহিত্যে নব্যমানবতাবাদের উদ্বোধক, এদের মধ্যে ইংল্যান্ডের 'হুইগ' পার্টির (১৭৮০-১৮৫০) লিখিত সাহিত্যের উদাহরণ করেন। যেমন ইউম, হ্যাজলিট, অক্সফোর্ড, ফোস্টার- এইসব প্রতিভার লেখা আলোচনা হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর এই 'ডেমোক্রেটিক মাইনরিটির' চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা - এরা অধ্যাপক, আইনজীবী, চাকরি-জীবী, সাংবাদিক। যাদের পরনে শার্ট, প্যান্ট, জুতো ও অফিসের পোশাক এদের জীবনযাত্রা ও মানসিকতা সম্পূর্ণ আলাদা। লেখক এই নতুন যুগের 'ডেমোক্রেটিক মাইনরিটির' যুগের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে, তাদের সমালোচনা করে ("লোকায়ত" নামক এক উপন্যাসের সমালোচনা) পরিশেষে লেখেছেন 'ইহার কি ফ্যাশনের সূচনা? যদি তাই হয়, তবে, বর্তমান যুগের সংস্কৃতির সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই।'

(চ) উপসংহার

'বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি' (১-১১ অধ্যায়) আলোচনায় প্রাবন্ধিকের মূলভাবনার মধ্যে আধুনিক বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক- এই দুইমেরুর প্রকাশিত, লেখক সমালোচক মনস্বিতা মজুমদার এঁর দীর্ঘ সাহিত্যকীর্তির আলোকে তেমন উপলব্ধি করেছেন- 'বুদ্ধিজীবীদের কাজ সবসময় সমালোচনা করা, প্রতিবাদ, আন্দোলন করা সমালোচনা করা।'

তবে আলোচ্য প্রবন্ধের মূল ভাবনায় ঐতিহাসিক সত্যও আছে। লেখক সেই সময়ের সমাজ সমালোচনা সেকাল ও আজকের বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে বলেই গেছেন- 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' লেখক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধিজীবী বাঙালী সর্বসাধারণের এঁর রচনা পাঠের মধ্যে দিয়ে। এঁর রচনা অনুপ্রেরণা শক্তির জোগাবে চিরকাল।

শীলা চট্টোপাধ্যায়
০৪/০৪/২৫